ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৮
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৬

ইসলামের দৃষ্টিতে সময় ব্যবস্থাপনা: একটি পর্যালোচনা

একিউএম ছফিউল্লাহ আরিফ *

Time Management in Islamic Perspective: An analysis

Abstract

Time is one of the innumerable and priceless n'imah (gifts) of Allah swta. Both the noble Quran and the followed Sunnah have given a great importance to this n'imah. Because, without the due management and utilization of time, development of human resource is but impossible. To that ends, shariah has regarded time as a crucial component. This article has contributed to explaining the value of time, its management and the significance of its management for the success of human being in this world and that world. From this study it has been proved that had the concept of contemporary time management been introduced centuries before by Islam. So in this article it has been concluded that If time is duly managed and utilized in accordance with the reasoned and scientific method as directed by Islam, a perfect development would be ensured.

Keywords: Time; Time Management; Discipline; Shariah; Planning.

সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান একটি হলো 'সময়'। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে নিয়ামতটির যথার্থ মূল্যায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা, সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলামী শরীআত এ কারণে সময় ব্যবস্থাপনাকে মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেছে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সময়, সময়ের গুরুত্ব, সময় ব্যবস্থাপনা, মানুষের উভয় জীবনে সফলতার জন্য সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও পদ্ধতি আলোচনার উদ্দেশ্যে অত্র প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাকর্ম থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সমসাময়িক 'সময় ব্যবস্থাপনা' পরিভাষাটির মূল ধারণা বহু পূর্বে ইসলাম প্রদান করেছে। ইসলাম নির্দেশিত যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে সময় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হলে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হতে পারে।

মূলশব্দ: সময়; সময় ব্যবস্থাপনা; শৃঙ্খলা; শরীআহ; পরিকল্পনা।

* সেক্রেটারি জেনারেল, সেন্ট্রাল শরী'য়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ্ তাঁর উত্তম সৃষ্টি মানুষকে অফুরন্ত ও অগণিত নিয়ামত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তিনি এসব নিয়ামতের ব্যবহার ও উপভোগের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। এর ভিত্তিতেই মানুষকে এ সব নিয়ামত ব্যবহার করতে হয় এবং পরকালে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

মহান আল্লাহ্র অফুরন্ত নিয়ামতরাজির মধ্যে 'সময়' হচ্ছে অন্যতম। নিশ্চয়ই সময় দিন-রাত্রির সমন্বিত রূপ। সময় শব্দটি তিন অক্ষরের ছোট শব্দ হলেও এর ব্যাপ্তিকাল অনেক বড়। সৌর বছরে ৩৬৫ দিন আর চন্দ্র বছরে ৩৫৪ দিন। ঘণ্টার হিসেবে ২৪ ঘণ্টা এবং মিনিটের দিক দিয়ে ১৪৪০ মিনিট। এ সময় হতে এক ঘণ্টা বা এক মিনিট চলে যাওয়া মানে প্রকৃতপক্ষে জীবনের একটা মূল্যবান অংশ চলে যাওয়া। এ কারণে সময়ের যথাযথ ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য। সময়ের সমষ্টিই জীবন। মানুষ তার দুনিয়ার জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে আখিরাতে সে হিসাব প্রদান করতে হবে। এ কারণে সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য এর যথার্থ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই জন্ম হয়েছে 'সময় ব্যবস্থাপনা' পরিভাষার।

বর্তমানে উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত। কেননা, সব ধরনের চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানবসম্পদ। তাকে কেন্দ্র করেই সব ধরনের উন্নয়ন চিন্তা পরিচালিত হয়। এ উন্নয়ন চিন্তার স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতার জন্য সময় ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণ চিন্তা ও পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির বিষয় সামনে রেখে মানুষকে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন, এর সদ্ব্যবহার ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার নির্দেশ প্রদান করে।

সময়ের সংজ্ঞা

আরবীতে সময়ের প্রতিশব্দ وَقت। এর বহুবচন أَوقاتٌ। ইংরেজিতে সময়ের প্রতিশব্দ Time, Period, Hour।[১]

পারিভাষিক অর্থে সময় বলা হয়:

> الوقت أو الزمن، مصطلح قديم وهو يدل على مرور الأحداث في فترات معينة، لذلك الذي يمر من هذا الزمن لا يمكن أن يعود.
>
> সময় বা কাল একটি পুরাতন পরিভাষা। তা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট মেয়াদে নানা ঘটনার অতিক্রমকে বোঝানো হয়। এ কারণে এ সময় থেকে যা অতিক্রান্ত হয় তা আর কখনো ফিরে আসতে পারে না।[২]

১. ড. রুহী বা'লবাকী, *আল-মাওরিদ*-আরবী-ইংরেজী অভিধান, (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিলমালায়ীন, ১৯৯৫), পৃ. ১২৪২

২. https://ar.wikipedia.org/wiki/الوقت_في_الإسلام তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬

সময়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ছফা বিনতে মুহাম্মদ আল-খালিদী বলেন:

الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الدنيا القصيرة، وهو ملخص عمره ومسؤولية عظيمة على عاتقه، إما أن يستفيد منها فيربح أجر استفادته، وإما أن يضيع هذه الأمانة والمسؤولية التي على عاتقه فيخسر في الدنيا والآخرة.

সময় হচ্ছে এই সংক্ষিপ্ত দুনিয়াতে মানুষের প্রধান সম্পদ। এটা তার আয়ুষ্কালের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং তার কাঁধে একটা বড় দায়িত্ব। যদি সে সময়ের দ্বারা উপকৃত হয়, তাহলে সে তার উত্তম প্রতিফল পেল। আর যদি সে তার কাঁধে সময় নামক অর্পিত বস্তুর আমানত ও দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করে, তাহলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩]

সময়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে আরো বলা হয়:

Time is a measure in which events can be ordered from the past through the present into the future, and also the measure of durations of events and the intervals between them.

সময় হলো একটি মানদণ্ড, যেখানে ঘটনাসমূহ অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের পানে বা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে সন্নিবেশ করা যায় এবং ঘটনাসমূহের ব্যাপ্তিকাল ও তাদের মধ্যকার বিরামকালেরও পরিমাপক।[৪]

আল-কুরআনে সময়ের গুরুত্ব

মানব জাতির জীবন পরিচালনার আদর্শ গাইডলাইন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা 'সময়' বোঝানোর জন্য কুরআনে অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন: الدهر، الحين، الآن، الأجل،اليوم، الأمد، السرمد، الأبد، الخلد، النَّهَار ، الشَّفَق.العصر، وَالصُّبْحِ এমন আরো অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

৩. ছফা বিনতে মুহাম্মদ আল-খালিদী, *আহাম্মিয়্যাতুল ওয়াক্ত*, http://ar.islamway.net/article/12481/أهمية-الوقت তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৬

৪. http://physics.stackexchange.com/questions/156132/what-is-a-good-definition-of-time, retrieved on 5th December 2016.

তিনি সূর্যকে করেছেন তেজোদ্দীপ্ত, আর চন্দ্রকে করেছেন আলোকময়। আর তার (হ্রাস-বৃদ্ধির) মানযিলসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন, যাতে তোমরা (এ নিয়ম দ্বারা) বছরের গণনা এবং দিন-তারিখের হিসাবটা জানতে পার; (আসলে) আল্লাহ্ তা'আলা যে এসব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন (তার) কোনটাই তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি; যারা (সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে) জানতে চায় তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিদর্শনগুলোকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন।[৫]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ والعصر * إن الإنسان لفي خسر ﴾

কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।[৬]

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে তার বহু সৃষ্টিকে নিয়ে কসম করেছেন, এতে এগুলোর মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। তেমনি সময় নিয়ে কসম করায় এটি প্রত্যেক মানুষের জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾

আমি রাত আর দিনকে দু'টো নিদর্শন বানিয়েছি। আমি রাতের নিদর্শনকে জ্যোতিহীন করেছি, আর দিনের নিদর্শনটিকে করেছি আলোয় উজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। আর যাতে বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আমি সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি।[৭]

সময়ের সাথে রয়েছে হিসাববিজ্ঞান (Accounting) ও জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) অনন্য সম্পর্ক। কুরআনে সময়ের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা একাধিক স্থানে এই দুই জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾

আর তিনি দিবা-রাত্রিকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন। যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য।[৮]

৫. আল-কুরআন, ১০ : ৫

৬. আল-কুরআন, ১০৩ : ১-২

৭. আল-কুরআন, ১৭ : ১২

৮. আল-কুরআন, ২৫ : ১২

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾

তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন, তারা অনুগত হয়ে নিজ নিজ পথে চলছে। আর তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।[৯]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ لا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾

সূযের্র পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে চলছে।[১০]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ ﴾

নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনে এবং দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে।[১১]

আল্লাহ্ আরো বলেন: ﴿ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি।[১২]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ. ﴾

আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্যে।[১৩]

আল্লাহ্ আরো বলেন: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾

সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাবের অধীনে।[১৪]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ..... ﴾

তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল, এগুলো হচ্ছে জনসমাজের ও হজ্জের সময় নিরূপক...।[১৫]

৯. আল-কুরআন, ১৪ : ৩৩
১০. আল-কুরআন, ৩৬ : ৪০
১১. আল-কুরআন, ০৩ : ১৯০
১২. আল-কুরআন, ০৩ : ১৪০
১৩. আল-কুরআন, ২৪ : ৪৪
১৪. আল-কুরআন, ৫৫ : ৫

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾

মানুষের উপর অন্তহীন মহাকালের এমন এক সময় কি এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না?[১৬]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই হুকুমে; অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।[১৭]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝানোর জন্য আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সময়ের কসম করেছেন। যেমন:

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾

শপথ রজনীর, যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, শপথ দিনের, যখন তা আলোকিত হয়।[১৮]

আল্লাহ্ আরো বলেন ﴿ وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ শপথ ফজরের, শপথ দশটি রাতের।[১৯]
আল্লাহ্ আরো বলেন: ﴿ والضحى، والليل إذا سجي. ﴾

সকালের উজ্জ্বল আলোর শপথ, রাতের শপথ যখন তা হয় শান্ত-নিঝুম।[২০]

মহান আল্লাহ্ কোন তুচ্ছ বিষয়কে নিয়ে শপথ করেন না। আর তাঁর সময়কে নিয়ে কসম করাতে সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল-হাদীসে সময়ের গুরুত্ব

মহানবী স.সময়কে গুরুত্ব দিতে এবং একে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে অনেক তাকিদ দিয়েছেন। এমনকি তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, প্রতিটি মানুষকে সময়ের হিসাব কিয়ামতের দিন দিতে হবে।

১৫. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৯
১৬. আল-কুরআন, ৭৬ : ১
১৭. আল-কুরআন, ১৬ : ১২
১৮. আল-কুরআন, ৯২ : ১-২
১৯. আল-কুরআন, ৮৯ : ১-২
২০. আল-কুরআন, ৯৩ : ১-২

তিনি বলেন:

"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال : عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، و عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه."

কিয়ামতের দিন কোন বান্দা চারটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত সামনে যেতে পারবে না- সে তার জীবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার যৌবনকাল কোথায় ক্ষয় করেছে, তার সম্পদ কোথা থেকে আয় করে কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কি না।[২১]

উল্লিখিত হাদীসের চার বিষয়ের দুটি বিষয়ই সময়ের সাথে সম্পর্কিত।

রাসূল স. আরো বলেছেন:

اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.

পাঁচটি বস্তু আসার পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে, দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।[২২]

রাসূল স. আরো বলেছেন:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ.

দুটি নিয়ামতের (ব্যবহারের) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই ধোকার মধ্যে নিমজ্জিত। একটি হলো সুস্থতা আর অপরটি হলো অবসর (Leisure)।[২৩]

এমনকি ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে চারটি তথা নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ সময়ের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়া আরো বিভিন্ন ইবাদত নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ। এগুলো বেশির ভাগ নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা ওযর ছাড়া দেরিতে আদায়

২১. মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সহীহ্ আত তারগীব ওয়াত তারহীব* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, ২০০০), কিতাব: কিতাবুল বা'স ওয়া আহওয়ালি ইয়াওমিল কিয়ামাহ্, বাব: ফসলু ফী যিকরিল হিসাব ওয়া গাইরিহি, খ. ৩, পৃ. ৪২৩, হাদীস নং: ৩৫৯৩

২২. *সহীহ্ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, কিতাব: কিতাবুত তাওবাতি ওয়ায যুহদি, বাব: আত-তারগীব ফী যিকরিল মাওত, খ. ৩, পৃ. ৩১১, হাদীস নং: ৩৩৫৫

২৩. ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, শরাহ- ড. মুসতফা দীব আল-বুগা, (বৈরূত: দারু ইবনে কাসীর, সালবিহীন), কিতাব: কিতাবুর রিকাক, বাব: মা জাআ ফীস সিহ্হাতি ওয়াল ফারাগ, ওয়া আন লা 'আইশা ইল্লা 'আইশাল আখিরাহ্, পৃ. ২৩৫৭, হাদীস নং: ৬০৪৯

করার কোন নিয়ম ইসলামে নেই। সুতরাং এগুলো বিশেষভাবে সময়ের সাথে জড়িত। যেমন, রাসূল স. ইবাদতগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য তাঁর উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, أي العمل أحب إلى الله আল্লাহর নিকট কোন্ আমল অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, الصلاة على وقتها যথাসময়ে সালাত আদায়।[২৪]

একইভাবে রোযা শুরুর ব্যাপারে রাসূল স. বলেছেন:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ.

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করো এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো। যদি মেঘের কারণে তা দেখা না যায়, তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।[২৫]

আবূ বাকরাহ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন,

أن رجلا قال : يا رسول الله ! أي الناس خير ؟ قال : ((من طال عمره ، وحسن عمله)) . قال : فأي الناس شر ؟ قال :((من طال عمره ، وساء عمله.))

এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষ উত্তম? জবাবে তিনি বললেন: "যার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার আমলও উত্তম হলো।" আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো যে, কোন মানুষ নিকৃষ্ট? তিনি বললেন: "যার বয়স বেশি হলো; কিন্তু আমল খারাপ হলো।"[২৬]

সুতরাং হাদীসেও সময়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আল-কুরআনে সময়ের আপেক্ষিকতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.﴾

আর তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয়ই একদিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।[২৭]

২৪. *সহীহুল বুখারী*, কিতাব: মাওয়াক্বিতিস ছালাহ, বাব: ফযলিস ছালাতি লিওয়াকতিহা, পৃ. ১৯৭, হাদীস নং: ৫০৪

২৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, *জা'মি আত-তিরমিযী* (রিয়াদ: বাইতুল আফকার আদ্-দুওয়ালিয়্যাহ, সালবিহীন), কিতাবুস ছাওম, বাবু মা জাআ লা তাকাদ্দামুশ শাহরা বিসাওম পৃ. ১৩৩, হাদীস নং: ৬৮৪

২৬. ইমাম হাফিজ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী, ইংরেজী অনুবাদ-আবূ খলীল ইউএসএ (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৭), আবওয়াবুয যুহ্দ, বাবুম মিনহু আইয়ুন নাস খাইরুন ওয়া আইয়ুহুম শারর, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং: ২৩৩০

২৭. আল-কুরআন, ২২ : ৪৭

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. ﴾

ফেরেশতাগণ ও রূহ্ এমন একদিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হবে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।[২৮]

বর্তমানে আপেক্ষিক তত্ত্ব (The theory of relativity) প্রমাণ করেছে যে, সময় হল একটি আপেক্ষিক ধারণা। এ কারণে তা পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখিয়েছেন, সময় ভর ও গতিবেগের উপর নির্ভরশীল এবং তা অভিকর্ষশক্তির ওপরও নির্ভর করে। এখন এটা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে ও মহাশূন্যে সময়ের ব্যাপারটি একই রকম নয়। কুরআন মাজীদ সময়ের এই আপেক্ষিকতার কথা বলেছে আইনস্টাইন তা আবিষ্কার করারও শত শত বছর আগে।[২৯]

পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানরা এসব আয়াতকে কুরআনের রহস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যতদিন তারা এসব রহস্যের পাঠোদ্ধারের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেনি, তারা সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। মানুষের জ্ঞানের পরিধি (Circle) বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী যুগের মুসলমানরা তাদের জ্ঞানের পরিসীমা অনুসারে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা দেন। এভাবে প্রত্যেক যুগের মুসলমানরাই কুরআন মাজীদের কিছু কিছু রহস্যকে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বাস্তবতায় রূপায়িত করেন। এভাবেই কুরআন মাজীদ সকল প্রজন্মের মানুষের জন্যে একটি জীবন্ত মু'জিযা হিসেবে চলমান থেকেছে। কুরআন মাজীদ সর্বদাই তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে এবং তা ভবিষ্যতেও সর্বদা মানব জ্ঞানের পরিধিকে ছাপিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে। এটি মানুষের জন্যে সর্বদা একটি শাশ্বত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজমান থাকবে। সব যুগের মানুষই কুরআন মাজীদের মু'জিযা উদঘাটন ও পর্যবেক্ষনের চেষ্টা করেছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে।[৩০]

সময় ব্যবস্থাপনা

প্রচলিত 'সময় ব্যবস্থাপনা' পরিভাষাটি একটি সমসাময়িক পরিভাষা, যা বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে ও ষাটের দশকের প্রথম দিকে উদ্ভাবিত হয়। সম্ভবত জেমস ম্যাকি (James T. McCay) প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ বিষয়ে কলম ধরেন। তিনি ১৯৫৯ সালে তার বিখ্যাত "The Management of Time"

২৮. আল-কুরআন, ৭০ : ৪

২৯. মূল: ড. মাজহার ইউ কাজি, অনুবাদ: মাওলানা ফয়জুল্লাহ্ মুজাহিরি, http://islam.priyo.com/4135

৩০. প্রাগুক্ত।

গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।[৩১] পরবর্তীতে এ বিষয়ক বিভিন্ন বই-পুস্তক প্রণয়ন ও গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়। গবেষকগণ সময় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন গ্রন্থাবদ্ধ সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

Ray G.Helmer বলেন:

> Time management that includes determining and prioritizing our objectives enables to devote more time to important tasks and less to urgent or trivial tasks.
>
> সময় ব্যবস্থাপনা মূলত আমাদের উদ্দেশ্যসমূহকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা ও অগ্রাধিকার প্রদান করা, যাতে অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আরও বেশি এবং জরুরী কাজের জন্য কম সময় ব্যয় করা লাগে।[৩২]

সুহাইল সালামাহ বলেন:

> استثمار الوقت بشكل فعال لتحقيق الأهداف المحددة في الفترة الزمنية المعينة لذلك.
>
> নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভীষ্ট উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পন্থায় সময় বিনিয়োগ করা।[৩৩]

আব্দুল আযীয মালাঈকাহ সময় ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় পূর্বক এর সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস নিয়েছেন। তিনি বলেন,

> "تخطيط استخدام الوقت وأسلوب استغلاله بفاعلية، لجعل حياتنا منتجة وذات منفعة أخروية ودنيوية لنا ولمن أمكن من حولنا وبالذات من هم تحت رعايتنا"
>
> সময় ব্যবস্থাপনা হলো, সময় ব্যয়ের পরিকল্পনা ও তা ব্যবহারের এমন পন্থা, যাতে আমাদের জীবন উৎপাদনশীল হয় এবং আমাদের নিজেদের ও আমাদের চারিপাশের সম্ভাব্য সকলের, অনন্তর আমাদের অধীন ব্যক্তিদেরও দুনিয়া ও আখিরাত কল্যাণময় হয়।[৩৪]

অতএব, সময় ব্যবস্থাপনা হলো-অভীষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সময়ের যথাযথ ব্যবহার।

৩১. James T. MacCay, *The Management of Time* (N.J.: Prentice Hall INC, 1995) গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে।

৩২. Ray G.Helmer, Time Management for Engineers and Constructors (Reston: American Society of Civil Engineers, Second Edition, 1998), p 3.

৩৩. সুহাইল ফাহাদ সালামাহ, *ইদারাতুল ওয়াকত: মানহাজ মুতাতাওয়ার লিন নাজাহ* (আম্মান: আল-মুনাজ্জামাতুল আরাবিয়্যাহ লিল উলূমিল ইদারিয়্যাহ, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ১৭

৩৪. আব্দুল আযীয মুহাম্মদ মালাঈকাহ, *ইদারাতিল ওয়াক্ত ফীল আ'মাল বিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আসসাউদিয়্যাহ* (রিয়াদ: ব্যাংক আল-কাহিরাহ আস-সাউদী, ১৯৯১খ্রি.), পৃ. ৭

সময় ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদান

সময় ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য সময়ের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করা। মনীষীগণ সময় ব্যবস্থাপনার পাঁচটি মৌলিক উপাদান বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

ক. পরিকল্পনা

সময় ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান উপাদান সুষ্ঠু পরিকল্পনা। মানুষের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিটি কাজ সময়মাফিক ও যথাসময়ে ও পরিকল্পনামাফিক করলেই কেবল অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। অন্যদিকে স্বল্প বা মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী একটি সফল পরিকল্পনার জন্য উপযুক্ত সময় ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা আবশ্যক। এ কারণে নির্ধারিত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পরিকল্পনা ও সময়ের যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দেশ্যসমূহকে সময়ের ব্যাপ্তি অনুযায়ী কয়েকভাবে ভাগ করা হয় এবং নিম্নোক্ত পিরামিড চিত্রে ব্যাখ্যা করা হয়।

চিত্র: পরিকল্পনার পিরামিড চিত্র

খ. শৃঙ্খলা

সময় ব্যবস্থাপনার জন্য শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতা গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার অনুসরণ সময় হ্রাস করে। নিয়মানুবর্তিতার অপর নাম সময়ানুবর্তিতা, যা ব্যক্তি ও সমষ্টিকে সচেতন করে। এর কারণে পরস্পরের সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয় এবং ব্যক্তি তার নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়।[৩৫]

৩৫. মুহাম্মদ দাহির ওয়াতির, *দাওরুয যামান ফীল ইদারাহ* (দামিশক: আল-মাতবাআহ আল-ইলমিয়্যাহ, সনবিহীন), পৃ. ১১৭-১২০

গ. নির্দেশনা

সময় ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ নির্দেশনা ও সময় মতো নির্দেশনা উভয়টিই অত্যন্ত গুরুত্ববহ। বিশেষত প্রশাসনিক ও সামষ্টিক উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে। কেননা সঠিক পরিস্থিতিতে সঠিক নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মানসিকতা অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদানও জরুরী। সঠিক নির্দেশনা প্রদানে বিলম্বিত হলে সময় ব্যবস্থাপনার বিঘ্ন ঘটে। এ কারণে যথা সময়ে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যথাযথ নির্দেশনা অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য।[৩৬]

ঘ. পর্যবেক্ষণ

সফলভাবে সময় ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে সব কিছু পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ জরুরী। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যথা সময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কোন ভুলভ্রান্তি বা এ বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে কি না তা যাচাই-বাছাই করতে হয়। কার্যক্রম কঠিন হলে সাধারণত পর্যবেক্ষণের সময় দীর্ঘ হয়। পক্ষান্তরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আন্তরিক ও দৃঢ়সংকল্প হলে এবং পরিপূর্ণ আস্থা থাকলে পর্যবেক্ষণের সময় হ্রাস করা সম্ভব।[৩৭]

ঙ. যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সময় মত যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সময় ব্যবস্থাপনার সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কোন বিষয়ে দ্রুততার সাথে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সময় অপচয় রোধ হয়। পক্ষান্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করলে সময় অপচয় হয়। আবার যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায় না। ফলে সম্পূর্ণ কার্যক্রম ব্যর্থ হয়।

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে সময় ব্যবস্থাপনা

সময় ব্যবস্থাপনার মৌলিক উপাদানসমূহ তথা পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা, নির্দেশনা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

ক. পরিকল্পনা

পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন ইউসূফ আ. কর্তৃক গৃহীত সাতবছর মেয়াদী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا

৩৬. সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান মুসা ও মুহাম্মদ ইসমাঈল ইউসূফ, *আসসুলুকুল ইনসানী ফীল আমল* (কায়রো: দারু নাহদাহ মিসর, ১৯৭৪খ্রি.), পৃ. ৫১২ ও তৎপরবর্তী।

৩৭. ওয়াতির, *দাওরুয যামান*, পৃ. ২৩০

تَعْبُرُونَ (٤٣) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ (٤٤) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلا قَلِيلا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩)﴾

রাজা বলল, আমি স্বপ্ন দেখেছি সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার, তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দাও। তারা বলল, এটি অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। দুজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হলো সে বলল, আমি তোমাদের এর তাৎপর্য জানাবো, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভীকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে। ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দিবে। এর পর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে লোকে তা খাবে, কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে এক বছর, যে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।[৩৮]

আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, ইউসূফ আ. আগামী বছরগুলোর জন্য একটি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যাতে তিনি মোট উৎপাদন ও ভোগের পাশাপাশি শস্য সংরক্ষণের জন্য সময়ের ব্যবধানকে নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেন।

মহানবী স. নিজেও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতেন এবং সাহাবীগণের পরিকল্পনা নির্ধারণ করে দিতেন। মু'আয ইবনু জাবাল রা. কে ইয়ামেনে প্রেরণের ঘটনা থেকে এর প্রমাণ মেলে। তাঁকে প্রেরণের মুহূর্তে মহানবী স. বলেন:

৩৮. আল-কুরআন, ১২ : ৪৩-৪৯

إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

তুমি কিতাবধারী এক কওমের কাছে যাচ্ছ, যখন তাদের কাছে যাবে তাদেরকে এ সাক্ষ্য দেয়ার দাওয়াত দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদেরকে জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় ফরয করেছেন। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদের উৎকৃষ্ট ধন-সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাক এবং নিপীড়িত মানুষের বদদোয়াকে ভয় কর, কেননা তার দোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই।[৩৯]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, মহানবী স. মু'আয রা.-এর কর্মপরিকল্পনা ও তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেন।

খ. শৃঙ্খলা

মহান আল্লাহ বিশ্বকে যথার্থভাবে পরিচালনার জন্য মানুষের মধ্যে মর্যাদাগত ব্যবধান করেছেন, যাতে একজন অন্যজনকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾

আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।[৪০]

৩৯. আল-বুখারী, *আল-জামি' আস্‌সাহীহ*, অধ্যায়: যাকাত, পরিচ্ছেদ: আখযুয সাদাকাহ .., পৃ. ২৯১, হাদীস নং: ১৪৯৬

৪০. আল-কুরআন, ৪৩ : ৩২

অতএব, শ্রমিক-মালিক বা দিনমজুর ও কর্মদাতার মধ্যকার সম্পর্ক সহযোগিতার সম্পর্ক বিধায় সকলে শৃঙ্খলার সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নিয়মানুবর্তিতা যথাযথ পরিপালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে এমন কিছু চাপিয়ে দেয়া বা নেয়া উচিত নয়, যা করার সাধ্য তার নেই। এর ফলে সময় বাঁচাতে সুবিধা হয়।

গ. নির্দেশনা

সময় ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান হিসেবে যথাসময়ে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। মহান আল্লাহ নির্দেশনা দানকারীর বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য মহানবী স.-এর উদ্দেশ্যে বলেন:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে, যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। অতএব, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, আল্লাহ নির্ভরকারীগণকে ভালবাসেন।[৪১]

এ আয়াতে একজন সফল নির্দেশকের যেসব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. সাহাবীগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ স.-এর কোমলতা আল্লাহর দয়ার একটি অংশ। অতএব, আল্লাহর এ রহমত গ্রহণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

২. কঠোর না হওয়া।

৩. সাথীদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা।

৪. তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করা।

৫. দুনিয়াবী কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করা।

৬. কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা।

ঘ. পর্যবেক্ষণ

ইসলাম ব্যক্তির আত্মপর্যবেক্ষণ ও আত্ম সমালোচনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

৪১. আল-কুরআন, ৩ : ১৫৯

এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾

যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে। আবার যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।[৪২]

তিনি আরও বলেন:

﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (١٣) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾

প্রত্যেক মানুষের কাজ আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।[৪৩]

এসব আয়াতের বিষয়বস্তু অনুধাবন করে একজন মুসলিম কোনক্রমেই সময়ের অপব্যবহার করে না; বরং তার সময়ের সমষ্টি জীবনকে যথাযথ ও ফলপ্রসূ করার চেষ্টারত থাকে। এর পাশাপাশি ইসলাম সামগ্রিক পর্যবেক্ষণেরও গুরুত্ব প্রদান করে। কুরআন একটি দলের আবশ্যকীয়তা বর্ণনা করেছে, যে দল সর্বদা মানুষের কার্যক্রম পর্যাবেক্ষণান্তে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বাধা দেবে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম।[৪৪]

মহানবী স. বলেন:

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني

বুদ্ধিমান সেই, যে আত্মসমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে; পক্ষান্তরে হতবিহ্বল সে, যে তার প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী চলে ও আল্লাহর কাছে বিভিন্ন আশা পোষণ করে।[৪৫]

৪২. আল-কুরআন, ৯৯ : ৭-৮
৪৩. আল-কুরআন ১৭ : ১৩-১৪
৪৪. আল-কুরআন, ৩ : ১০৪
৪৫. মুসলিম, *আল-মুসনাদ আস্‌সাহীহ*, পৃ. ২০০৪, হাদীস নং: ২৫৪৫

ঙ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও সফলতার জন্য যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সব তথ্য-উপাত্ত আয়ত্তে থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সে সম্পর্কিত সব অনুষঙ্গ জানা প্রয়োজন। কুরআনে দাউদ আ. কর্তৃক এক পক্ষের কথা শুনে রায় দেয়ার ঘটনার তিরস্কার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (٢٢) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)﴾

তোমার কাছে বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় আসল এবং দাউদের নিকট পৌঁছালো, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ। আমাদের একে অপরের উপর জুলুম করেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন। এই ব্যক্তি আমার ভাই, তার কাছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, আমার যিম্মায় এটি দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। দাউদ বলল, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে। করে না কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝতে পারল, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তার অভিমুখী হল।[৪৬]

এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায়।

রাসূল স. যেভাবে সময়কে গুরুত্ব দিতেন

সকল মানুষের মাঝে রাসূল স. সবচেয়ে বেশি সময়কে গুরুত্ব দিতেন। তিনি তাঁর বেশির ভাগ সময় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি সময়ের প্রতিটি মুহূর্তই

৪৬. আল-কুরআন, ৩৮:২১-২৪

যথাযথভাবে কাজে লাগাতেন। রাসূল স.-এর সময় ব্যয় করা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, হুসাইন রা. বলেন,

فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : " كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ , جَزَّأَ دُخُولَهُ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ ، جُزْءًا لِلَّهِ عز وجل، وَجُزْءًا لأَهْلِهِ ، وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ جَزَّأَ جُزْأَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

আমি আমার পিতাকে রাসূল স.-এর বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তিনি বলেন, "যখন তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন প্রবেশ করাকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহর জন্য, এক ভাগ পরিবারের জন্য আর এক ভাগ নিজের জন্য রাখতেন। অতঃপর তাঁর ভাগের কিছু অংশ নিজ ও মানুষের মাঝে প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য রেখে দিতেন।[৪৭]

তেমনিভাবে রাসূল স. জীবনে প্রায় বেশির ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আনুগত্যে ব্যয় করতেন।

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى قام حتى تفطر رجلاه، قالت عائشة: يا رسول الله! أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟

রাসূল স. এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন যে, তখন তাঁর পা দুটো ফুলে যেত। তখন 'আয়িশা রা. বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এত কষ্ট করেন কেন? আল্লাহ্তো আপনার পূর্বের ও পরের সব ত্রুটি মোচন করে দিয়েছেন। তখন রাসূল স. বললেন: আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?[৪৮]

তেমনিভাবে রাসূল স. তাঁর উম্মতকে জীবনের প্রতিটি সময় ভাল কাজে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আম্র রা. বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ

৪৭. আল-ইমাম আল-হাফেয আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন সাওরাতা আত-তিরমিযী, *আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ* (মানামা-বাহরাইন: মাকতাবাতু নিজাম ইয়াকুবী আল-খাসসাহ্, ২০১২), পৃ. ২০৯

৪৮. আল-ইমাম আল-হাফেয আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন নাইসাপূরী, *সহীহ মুসলিম* (রিয়াদ: বাইতুল আফকার আদ দাওলিয়্যাহ, ১৯৯৮), কিতাবু ছিফাতিল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান্নার, বাব: ইকসারিল 'আমাল ওয়াল ইজতিহাদ ফিল 'ইবাদাহ, পৃ. ১১৩৪, হাদীস নং: ২৮২০

عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ.

রাসূল স. আমার কাছে এসে বললেন, আমি কি তোমাকে বলবো না যে, তুমি রাতভর ইবাদত করবে আর দিনে রোযা রাখবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন: না, এ কাজ করবে না। রাতে ইবাদত করবে আবার ঘুমাবে, রোযা রাখবে আবার রোযা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, তোমার উপর তোমার শরীর, দুচোখ, অতিথি ও আপ্যায়কদের ও স্ত্রীর হক রয়েছে। আশা করা যায়, তোমার বয়স লম্বা হবে, তাহলে যদি সক্ষম হও তাহলে প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখবে। কেননা, প্রত্যেক ভাল কাজ দশটি ভাল কাজের সমান। এভাবে সারা বছর রোযা রাখার সমান হবে।[৪৯]

এভাবে রাসূল স. সময়কে গুরুত্ব দিতেন আর তাঁর উম্মতকেও গুরুত্ব দিতে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

কেন ও কীভাবে সময় নষ্ট হয়

আমরা জীবনের নির্ধারিত সময় বিভিন্নভাবে অপচয় করে থাকি। নিম্নে সময় নষ্ট করার কারণ ও স্থান সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল:

➢ গাফলতি করা

গাফলতি বা অমনোযোগিতা এমন রোগ, যা মানুষের জ্ঞান ও অন্তরকে আক্রান্ত করে। ফলে সে বুঝতে পারে না, দিন-রাত কিভাবে চলে যাচ্ছে। আল-কুরআন গাফলতিকে কোনভাবে সমর্থন করে না; বরং এ গাফলতি অনেক সময় তাতে নিমজ্জিত লোকদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে।[৫০] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَيَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾

আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা

৪৯. *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাবু হাক্কিয যইফ, পৃ. ২২৭২, হাদীস নং: ৫৭৮৩
৫০. আল-ওয়াক্ত ফী হাইয়াতিল মুসলিম, পৃ. ৬৩

দেখে না, তাদের কর্ণ রয়েছে; কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না, তারাই হলো পশুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হলো গাফিল বা অমনোযোগী।[৫১]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾

তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল।[৫২]

আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন:

﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴾

তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনম্র ও ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধায় স্মরণ করবে, আর (হে নবী স.) তুমি এ ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হবে না।[৫৩]

আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

যার মনকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।

সাইয়িদুনা আবূ বকর রা. এ বলে দু'আ করতেন:

اَللَّهُمَّ لا تَدَعْنَا فِيْ غَمْرَةٍ وَلا تَأْخُذْنَا عَلَى غِرَّةٍ وَلا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিওনা, আমাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করো না আর গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত করো না।[৫৪]

সাহ্ল বিন আব্দুল্লাহ্ আত-তুস্তারী রাহ. বলেন:

اجْتَنِبْ صُحْبَةَ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ مِنْ النَّاسِ : الْعُلَمَاءِ الْغَافِلِينَ، وَالْقُرَّاءِ الْمُدَاهِنِينَ، وَالْمُتَصَوِّفَةِ الْجَاهِلِينَ

তিন শ্রেণির মানুষ থেকে সতর্ক থাকুন। (এরা হলো) গাফিল প্রতাপশালী, চাটুকার আলিম ও মুর্খ সূফী।[৫৫]

৫১. আল-কুরআন, ০৭ : ১৭৯
৫২. আল-কুরআন, ৩০ : ৭
৫৩. আল-কুরআন, ০৭ : ২০৫
৫৪. আল-ওয়াক্ত ফী হাইয়াতিল মুসলিম, পৃ. ৬৩

➢ বিলম্বিত করা

সময় অপচয় হওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হলো বিলম্বিত করা বা গড়িমসি করা। গড়িমসি করতে করতে আমরা এক সময় বলে ফেলি যে, অচিরেই করব। এভাবেই এক সময় 'অচিরেই' শব্দটা কোন কাজ সময়মত করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে যায়। আব্দে কায়স[৫৬] গোত্রের কোন লোককে বলা হয়েছিল যে, আমাদের উপদেশ দিন। তিনি বললেন: احذروا سوف 'অচিরেই' শব্দ থেকে দূরে থাকো।[৫৭] অপর একজন বলেন: إن 'سوف' جند من جنود إبليس ! 'অচিরেই' শব্দটি শয়তানের একটি বাহিনী।[৫৮] ইমাম হাসান বসরী রহ. বলেন,

> والتسويف فإنك بيومك ولست بغد فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم وإلا يكن لك لم تندم على ما فرطت في اليوم
>
> কোন কাজে গড়িমসি করা থেকে বিরত থাকো। আজকের কাজ আজকেই শেষ করো, আগামীকাল তুমি নাও থাকতে পারো। আর যদি আগামীকাল বেঁচে থাকো, তাহলে গতকালের মতো কাজ শেষ করো। আর যদি আগামীকাল মরে যাও, তাতে তুমি অনুতপ্ত হবে না।[৫৯]

➢ অলসতা

সময় নষ্ট করার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অলসতা। অবসর সময় আমরা লম্বা ঘুম দিয়ে, পরিবারের সদস্যদের সাথে অযথা গল্প করে, টিভিতে শিক্ষামূলক নয় এমন প্রোগ্রাম দেখে, বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করে থাকি। সিরিয়ার একজন বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার বলেছেন যে, "সুবহানাল্লাহ্! যদি এদের কাছ থেকে সময় কিনে নেয়া যেত, তাহলে অবশ্যই তা আমরা ক্রয় করে নিতাম।"[৬০]

ইসলাম পরিশ্রম, উপার্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে; অলসতা, ভিক্ষাবৃত্তি ও নিজকে দুর্বল মনে করাকে তিরস্কার করেছে।

---

৫৫. গাযালী, আবূ হামিদ, *ইহয়াউ উলূমুদ্দীন,* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৭২

৫৬. আবদে কায়স আরবের আদনান বংশের একটি পুরাতন গোত্র। এরা হিজাযের নিম্নভূমিতে বসবাস করত। পরবর্তীতে তারা বর্তমান বাহরাইন দেশে চলে আসে। এরপর সেখানেই স্থায়ী হয়। এদের অনেক উপশাখা আছে।

৫৭. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *কাসরুল আমাল* (বৈরূত: দারু ইবনি হাযম, ১৯৯৭), পৃ. ১৪১

৫৮. তদেব

৫৯. ইবনুল মুবারাক, 'আবদুল্লাহ, *আয-যুহদ* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৪, হা. নং: ৮

৬০. http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=8600&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49.

আল্লাহ্ বলেন:

> ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾
>
> নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (অর্থাৎ জীবনোপকরণ) সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৬১]

➢ লক্ষ্যহীন জীবন

সময় নষ্ট করার অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে জীবনে লক্ষ্য না থাকা। জীবনে টার্গেট না থাকার কারণে আমাদের সময় নষ্ট হয়। এমনকি আমরা অনেকেই জানি না, দুনিয়াতে আমাদের কেন আগমন?[৬২]

➢ ভুল পরিকল্পনা

সময় অপচয়ের জন্য দায়ী আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে ভুল পরিকল্পনা। অনেক লোক আছে যারা নিজেই সব কাজ করে, অন্যের উপর ভরসা করতে পারে না। তাই সে ছোট কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে থাকে। অথচ সে পরিবারের অন্য সদস্য- ছেলে, মেয়ে বা স্ত্রীর দ্বারা সে কাজ করাতে পারত। সে এমন কাজ করবে, যে কাজটা পরিবারের অন্য সদস্যের দ্বারা সম্ভব নয়। সুতরাং যে কাজটা অন্যের দ্বারা করানো যায় সে কাজটা আপনি করলে তা হবে ভুল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

➢ ঈমানের দুর্বলতা

ঈমানের দুর্বলতার কারণে সময় অপচয় হয়। আর এই দুর্বলতার কারণে যা হতে পারে:

- **প্রবৃত্তির অনুসরণ:** ঈমানের দুবলতার কারণে প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রবণতা বেড়ে যায়। এ কারণে আপনার মন যা খুশি তা-ই করতে চাইবে। ফলে আপনার সময় অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।
- **অধিক প্রত্যাশা:** দুর্বল ঈমানের কারণে প্রত্যাশা বেড়ে যায়। এতে ভাল আমল করার ইচ্ছা কমে যায়। হাসান বসরী রহ. বলেন:

> ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل
>
> বান্দার আশা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমল নষ্ট হয়ে যায়।[৬৩]

---

৬১. আল-কুরআন, ৬২ : ১০

৬২. আন-নাওমু হুকমুন ওয়া আহকামুন ওয়া সুনানুন ওয়া আদাবুন, পৃ. ১১-১২

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন:

إضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل.

আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে অন্তর নষ্ট হয়ে যায় আর দীর্ঘ প্রত্যাশার কারণে সময় নষ্ট হয়।[৬৪]

➢ **দুর্বল অভিপ্রায়**

যে ব্যক্তি দৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী সে বৃথা সময় চলে যাওয়াতে খুশি হয় না। আর দুর্বল ইচ্ছা পোষণকারী সময় চলে যাওয়াকে গুরুত্ব দেয় না।

➢ **খারাপ সঙ্গ**

জীবনে খারাপ বন্ধুর সাথে চলাফেরা করা যাবে না। কেননা, তারা সময়কে গুরুত্ব না দিয়ে তাকে নষ্ট করে।

➢ **অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা**

আমরা একে অপরে অনেক কথা বলে থাকি। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে এর অধিকাংশ অনর্থক হয়ে থাকে বা প্রয়োজনীয় হতে পারে; কিন্তু সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। রাসূল স. বলেছেন:

من يضمن لي ما بين لَحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.

যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের সঠিক ব্যবহারের নিশ্চয়তা দিবে, আমি তার জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছি।[৬৫]

উপসংহার

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দিন-রাত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর কিতাব আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় 'সময়'কে নিয়ে শপথ করেছেন, আর নবী মুহাম্মাদ স. জানিয়েছেন যে, অচিরেই মানুষের সময় ও বয়সের হিসাব নেয়া হবে। আর আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ কিয়ামতের দিন তার আমলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে দুনিয়াতে আবার ফিরে এসে ভাল আমল করার ইচ্ছা পোষণ করবে। সুতরাং সময়কে এমন কাজে ব্যয় করা উচিত, যা দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর হয়। এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই গ্রহণ করা উচিত সুনির্দিষ্ট সময় পরিকল্পনা।

---

৬৩. আল- ইমাম আল-হাফেয আবূ বকর আহমদ বিন হুসাইন আল-বায়হাকী, *আল-জা'মে লি'শুবিল ইমান* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রশ্‌দ, ২০০৩), খ. ১৩, পৃ. ২৫৫

৬৪. ... মাওয়ারিদুয যমআন লিদুরূসিস যামান, খ. ১, পৃ. ৬১০

৬৫. সহীহুল বুখারী, কিতাবুল রিকাক, বাবু হিফযিল লিসান, পৃ. ২৩৭৬

দৃষ্টি আকর্ষণ

(এক)

এতদ্বারা ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার-এর পাঠক, গবেষক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে, আইন ও বিচার এ প্রকাশের জন্যে প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়মাবলি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। ০১/০১/২০১৭ তারিখ থেকে যাঁরা প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ প্রেরণ করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

(দুই)

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা এখন থেকে অনলাইনেও পড়া যাবে। এজন্য www.islamiainobichar.com নামে একটি ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। জার্নালটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্যে নিয়মাবলি এবং সম্পাদকীয় বোর্ড ও নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ও নতুনত্ব আনা হয়েছে। সার্বিক পরিবর্তন জ্ঞাত হওয়ার জন্যে জার্নালের শেষে যুক্ত নিয়মাবলি দেখার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক